132

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 FEB 1996 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

আসুন নকল নিবারণ করি

কাজী মিজানুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশের পর)

নকলপ্রবণতার একটি অন্যতম কারণ ছাত্র রাজনীতি। ছাত্র রাজনীতি আজকাল আর ছাত্রদের কল্যাণের জন্য হয় না। প্রায় প্রতিটি ছাত্র সংগঠনই এক একটি রাজনৈতিক দলে লেজুড়বৃত্তি করছে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ পড়াশোনার সারা বছরব্যাপী মূল দলের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বেশি ব্যস্ত থাকে এবং পরীক্ষার হলে অবাধ নকল তাদের রাজনৈতিক অধিকার হিসাবেই গণ্য হয়। এ প্রবণতা সাধারণ ছাত্রকেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সংক্রমিত করে। এ ব্যাপারে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে ছাত্র রাজনীতির এ ধারা বন্ধ করতে হবে। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের জন্যও এটি অত্যাবশ্যকীয় প্রাথমিক পদক্ষেপ। এ ব্যাপারে আইএএসটিটি'র পরিচালক প্রফেসর ডঃ আবু ওবায়দুল সম্প্রতি রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারে। এ ব্যাপারে সিলেট মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা রেফারেন্ডামের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে রায় দিয়েছে। সরকার এমনি একটি রেফারেন্ডাম সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিতে পারেন। আমার বিশ্বাস শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রই ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে রায় দেবে।

ফলাফল পদ্ধতি ছাত্রদের নকল করার আরেকটি কারণ। বর্তমান পদ্ধতিতে ৩৩০ নম্বর পেলে পাস, ৪৫০ নম্বর পেলে ২য় বিভাগ, ৬০০ নম্বর পেলে ১ম বিভাগ এবং ৭৫০ নম্বর পেলে স্টার পায়। এ জন্য ১ম বিভাগ বা স্টার পাবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ছাত্ররা নকলের ঝুঁকি নেয়। উন্নত বিশ্বে মেধা যাচাই করা হয় গ্রেডিংয়ের মাধ্যমে। সেখানে কাটায় কাটায় কোন নম্বর গ্রেডিং নির্ধারণ করে না। ফলে একটি ছাত্রের দু'বার কিংবা দশ নম্বরের জন্য কোন গ্রেড থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশেও এরকম ব্যবস্থা নিলে নকলপ্রবণতা কমবে বলে বিশ্বাস।

এবার শিক্ষকদের প্রসঙ্গে আসি। আমাদের দেশে তিন ধরনের শিক্ষক আছেন। আপাত শিক্ষক, অগত্যা শিক্ষক এবং মনেপ্রাণে শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্রের মধ্যে যাঁরা আপাতত কিছু দিনের জন্য শিক্ষকতায় এসেছেন, ভাল চাকরি পেলে চলে যাবেন; এঁরা আপাত শিক্ষক। আর যাঁদের অন্য কোথাও চাকরি জোটেনি, বাধ্য হয়েই এ পেশায় থাকতে হচ্ছে, তাঁরা অগত্যা শিক্ষক। বাকি যাঁরা আছেন তাঁরা মনে প্রাণে শিক্ষক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে এই মনেপ্রাণে শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম।

আপাত শিক্ষকদের নকলরোধ করতে গিয়ে কোন প্রকার হাঙ্গামায় জড়াবার ইচ্ছা থাকে না। কারণ তাঁরা এ পেশায় অনেকটা অতিথির মতো। ভয়াবহ হলেও সত্য যে, অগত্যা শিক্ষকের পরিমাণই এদেশে সর্বাধিক। এঁরা ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করাতে পারেন না। ফলে পরীক্ষা বৈতরণী পাড়ি দিতে ছাত্ররা পরীক্ষার হলে নকলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মনেপ্রাণে শিক্ষকগণ আন্তরিকভাবেই চান নকল বন্ধ হোক। কিন্তু নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা নকলরোধ করতে পারেন না। নকল ধরতে গিয়ে এরূপ অনেক শিক্ষকের লাঞ্ছিত-অপমানিত, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে মফস্বলের বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে নকলের প্রবণতা বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ছাত্রবেতনের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষকদের বেতন এবং প্রতিষ্ঠানের খরচ চালানোর জন্য এখানে ছাত্র ভর্তি বাড়াতে হয় এবং এর অন্যতম মৌখিক শর্ত থাকে নকলের সুযোগ দেয়া। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে সারা দেশে এক ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে বেতনবৈষম্য দূর করা যায় এবং সাথে সাথে শিক্ষকতা পেশাকে যদি আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রগুলো এ পেশায় আসবে এবং যাঁরা আসবেন তাঁদেরকে যদি মনেপ্রাণে শিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলা যায়, তবে শিক্ষার মান যেমন বেড়ে যাবে, পাশাপাশি নকলও বন্ধ হবে। সেই সাথে যেটা আশু প্রয়োজন তা হলো নকলরোধে এগিয়ে আসা শিক্ষকদের নিরাপত্তা দেয়া ও পুরস্কৃত করা।

ছাত্রদের নকলপ্রবণতার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অভিভাকরাও দায়ী। নকল করা একটি অপরাধ। সন্তান যাতে অপরাধপ্রবণ না হয়ে ওঠে, তার শিক্ষা প্রথমেই পরিবারে অভিভাবকের কাছে পাওয়া উচিত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের অনেক অভিভাবক বরং অসদুপায়ে সার্টিফিকেট অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে তাঁর সন্তানটিকে সাহায্য করার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে নকলের বোঝা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন। এসব অভিভাবক ছাত্রদের সার্টিফিকেট অর্জনকে ব্যবসায়িক দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। ব্যবসার মূলধনের মতো তিনি টাকা খাটাচ্ছেন ছাত্রটির পিছনে, উদ্দেশ্য ছাত্রটি যাতে কতকগুলো ভাল সার্টিফিকেট অর্জন করে। অভিভাবকরা যদি সক্রিয় হন তাহলে নকলপ্রবণতা অনেকখানি কমে যেতে বাধ্য।

সবশেষে সরকারের প্রসঙ্গ। দেশ থেকে কার্যকরভাবে নকল বন্ধ করতে হলে সবচেয়ে বেশি দরকার সরকারের আন্তরিকতা। দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের কোন সরকারই এ ব্যাপারে আন্তরিকতা দেখাতে পারেননি।

নকল বন্ধের ব্যাপারে সরকারী আন্তরিকতার অভাবের প্রধান কারণ হলো সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি। ফলে নকল প্রতিরোধের জন্য সরকার বাহ্যিকভাবে যতই কর্মসূচী নিক দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতির কারণে তা আর সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না।

নকলপ্রবণতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী একটি সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আর তা হলো গবর্নিং বডির চেয়ারম্যানশীপ। আগে চেয়ারম্যান হতেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে থানা নির্বাহী অফিসার। এঁদের কোন রাজনৈতিক চরিত্র বা রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ না থাকার কারণে নকল বন্ধের ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং জেলা প্রশাসক মনোনয়ন দিলে এলাকার প্রভাবশালী যে কোন ব্যক্তি গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতে পারবেন। এর সম্পূর্ণ সুযোগটি এখন নিচ্ছেন সংসদ সদস্যরা, বিশেষ করে সরকার দলীয় এমপিরা। বর্তমান নিয়মে অধ্যক্ষ সাহেব গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান পদের জন্য তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামের একটি প্যানেল জেলা প্রশাসক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে প্রেরণ করেন। তাঁরা ঐ তিনজন থেকে একজনকে মনোনীত করেন গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসাবে। অধ্যক্ষ সাহেব যে তিনজনের নামের তালিকা তৈরি করেন তাতে বাস্তব কারণেই এলাকার সংসদ সদস্যের নাম রাখতে বাধ্য হন। আর এমপি সরকারদলীয় হলে তো কথাই নেই। নাম যাবার পর এমপি সাহেবরা সরকারী প্রভাব খাটিয়ে জেলা প্রশাসক ও উপাচার্যের মনোনয়ন সংগ্রহ করেন এবং এঁরা গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবার পর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে রাজনীতির আখড়া তৈরি করে ছাড়েন। **(চলবে)**